বিস্তারকে বিন্দুতে অন্তর্লীন করো

বাপদাদা এই সাকার দেহে দুনিয়াতে আসেন, তোমাদের দেহ থেকে এবং এই দুনিয়া থেকে তোমাদের সবাইকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য । দূরদেশবাসী সবাইকে দূরদেশ নিবাসী বানানোর জন্য আসেন । দূরদেশে এই দেহ যাবেনা । পবিত্র আত্মারা বাবার সাথে নিজের বাসভূমিতে যাবে । তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ? নাকি গুটিয়ে নেওয়ার জন্য এখনও কিছু বাকি আছে ? যখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাও, তখন সমস্ত বিস্তারকে গুটিয়ে সবকিছুর পরিবর্তন করো । তাহলে, দূরদেশে বা নিজের সুইট হোমে যাওয়ার জন্য কি প্রস্তুতি নিতে হবে ? সমস্ত বিস্তারকে বিন্দুতে অন্তর্লীন করে নিতে হবে। তাহলে, বিস্তারকে সঙ্কীর্ণ করার আর অন্তর্লীন করার শক্তি এতটাই ধারণ করেছ তো ? সময় হলে, এক সেকেণ্ডে বাপদাদার সাথে যাওয়ার ডিরেকশন পেলে, সেকেণ্ডে বিস্তারকে অন্তর্লীন করতে পারবে ? তোমার শরীরের বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি, লৌকিক প্রবৃত্তি, সেবার প্রবৃত্তি, তোমার মধ্যে থেকে যাওয়া দুর্বল সঙ্কল্প এবং সংস্কারের প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবার সাথে চলার স্নেহী হয়েছ ? নাকি, কোনো কোনো প্রবৃত্তি তাদের প্রতি তোমাকে আকৃষ্ট করবে ? সবরকম প্রবৃত্তির সবদিক থেকে তুমি সরে এসেছ ? নাকি কিছু কিছু দিক তোমার সাময়িক সহায় হয়ে বাবার সহায়তা এবং সঙ্গ থেকে তোমাকে দূরে করে দেবে ? যখন তুমি সংকল্প করেছ যে তোমাকে যেতে হবে অথবা যদি ডিরেকশন পাও তোমাকে এখন যেতে হবে, তাহলে, ডবল লাইটের উড়ান-আসনে নিজেকে সুস্থিত করে উড়তে পারবে ? এইরকম প্রস্তুতি নিয়েছ নাকি তুমি ভাববে এখনও এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে ? সংকোচন করার শক্তি তুমি এখন কার্যে প্রয়োগ করতে পারো ? নকি তোমার এই বিস্তার স্মরণে আসবে- আমার সেবা, আমার সেন্টার, আমার জিজ্ঞাসু, আমার লৌকিক পরিবার বা আমার লৌকিক কার্য ! তোমরা এই সংকল্প যেন কোরোনা, করবে তোমরা ? তোমরা যেমন ড্রামা উপস্থাপন করো, যাতে তোমরা এইরকম এক সংকল্প করো এটা এখন আমাকে করতে হবে, আর করা শেষ হলেই আমি ঘরে ফিরে যাব, ঠিক ড্রামার মতো বাবার সাথে ঘরে ফেরার সীট পাওয়ার অধিকার লাভ করেছ ? বঞ্চিত থেকে যাবেনা তো ? এখন তো অনেক বিস্তারে যাচ্ছ, কিন্তু বিস্তারে যাওয়ার লক্ষণ কি ? বৃক্ষ সম্পূর্ণ বিস্তার লাভ করলে বীজে অন্তর্লীন হয়, সুতরাং, বিস্তার এখন দ্রুতগতিতে বাড়ছে আর বাড়তেই হবে । যাই হোক, এই বিস্তার যতখানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততখানিই সেবার এই বিস্তার থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে বাবার সাথে ফিরতে হবে একথা ভুলে যেওনা । নিশ্চিত হও যে মোহজালের একটা তারও যেন কোনো দিকে আর থেকে না যায় । মোহরস্যি সবদিক থেকে আলগা হওয়া উচিত্ অর্থাত্ আগে থাকতেই সবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নাও । যেমন, আজকাল এখানে জীবনের অবসান হওয়ার আগেই সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করে, তাহলে তো ছুটিই নেওয়া হলো, তাই না ! সুতরাং, এইভাবে সবরকম প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে আগেভাগেই বিদায় নিয়ে নাও । সমাপ্তি সমারোহ পালন করো । উড়তি কলার উড়ন আসন সবসময় তৈরি রাখো । আজকাল যেমন সৃষ্টি সংসারের যে কোনো দেশে যুদ্ধ শুরু হলে, সেখানকার রাজা হোক বা প্রেসিডেন্ট, তাদের জন্য প্রথম থেকেই দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সবরকম সাধন প্রস্তুত থাকে । সেই সময় অর্ডার অনুযায়ী কিছু করারও মার্জিন থাকেনা । যুদ্ধের সঙ্কেত পাওয়ার সাথে সাথেই তারা পালিয়ে যায় । নয়তো কি হতে পারে কেউ বলতে পারেনা ! রাজা বা প্রেসিডেন্টের বদলে জেলবার্ড (যারা বারবার জেল খাটে, জেলঘুঘু) হয়ে যেতে পারে । নিমিত্ত হওয়া অল্পকালের অধিকারী

আত্মারাও আগে থেকেই নিজেদের সবরকমভাবে প্রস্তুত করে রাখে । তাহলে, তোমরা কে ? তোমরা হলে সঙ্গমযুগের হিরো অ্যাক্টর অর্থাত্ বিশেষ আত্মা । তাহলে তো তোমাদেরও সব প্রস্তুতি করে রাখা উচিত্, তাই না ! নাকি সেইসময় করবে ? মার্জিনই তো মাত্র এক সেকেণ্ডের পাবে ! সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে সেইসময় ! এমনকি ভাবারও মার্জিন পাওয়া যাবেনা । এটা করবো কি করবনা, এটা করা উচিত্, ওটা করা উচিত্ - এইরকম যারা ভাবে তারা সাথী হওয়ার পরিবর্তে বরযাত্রী হয়ে যাবে ! কিন্তু তোমার অন্ত:বাহক স্থিতি তৈরি আছে তো ? অর্থাত্ কর্মবন্ধন থেক মুক্ত হওয়ার অন্তঃবাহক (ফরিস্তা স্থিতি) স্থিতি তৈরি ? - এইরকম কর্মাতীত অর্থাত্ অন্তঃবাহক স্থিতি, যার দ্বারা তোমরা বাবার সাথে সেকেণ্ডে উড়ে যাবে, সেইরকম বাহন তৈরি তো ? নাকি এখনও সময় গুনছ যে, কত সময় বাকি ! "এখনও এটা হওয়ার আছে, ওটা হবে, তারপরে ওটার পরে এটা হবে" - তোমরা এইরকম ভাবছ নাতো ? ভাবছ কি ? সবরকমভাবে প্রস্তুতি নাও । সেবার সাধনও নিতে পারো । নতুন নতুন প্ল্যানও তোমরা বানাতে পারো । যেমনই হোক, কিনারায় রস্যি বেঁধে যেন ছেড়ে দিওনা ! সবরকম প্রবৃত্তিতে জড়িয়েও কমল ফুল হতে ভুলে যেওনা ! ঘরে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে ভুলে যেওনা ! নিজের অন্তিম বাহক স্থিতি - সদা পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার এবং স্নেহশীল হওয়ার শ্রেষ্ঠ সাধনের সম্পূর্ণ আয়োজন করো, সেবার সাধনে এসে ভুলে যেয়োনা । অনেক সেবা করো কিন্তু পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার বিশেষত্ব ছেড়োনা । এখন এই অভ্যাসই আবশ্যক । হয় তোমরা একদম আলাদা হয়ে যাও নয়তো একদম প্রিয় হয়ে যাও, এইজন্য প্রিয় এবং পৃথক হওয়ার মধ্যে ব্যালান্স রাখো । সেবা করো কিন্তু আমিত্ব ভাব থেকে আলাদা হয়ে করো । তোমরা বুঝেছ তো কি করতে হবে ? পুরানো তারগুলো ভেঙে যাচ্ছে, আর এখন তোমরা নতুন নতুন তার তৈরির আয়োজন করছ ! তোমরা সবকিছু বুঝেও নতুন তারে বাঁধা হয়ে যাচ্ছ, কারণ সে সবই যে চকমকে তার । তাহলে ! এই বছরে কি করতে হবে ? বাপদাদা সাক্ষী হয়ে বাচ্চাদের খেলা দেখেন । তারের বন্ধনের রেসে তোমরা একে অন্যের থেকে এগিয়ে যাচ্ছ, এইজন্যে সদা বিস্তারের মধ্যেও সার রূপে থাকো ।

বর্তমানে সেবার রেজাল্টের কোয়ান্টিটি খুব ভালো, কিন্তু এখন কোয়ান্টিটিও কোয়ালিটিতে পরিপূর্ণ করে নাও । স্থাপনার কার্যে কোয়ান্টিটিরও আবশ্যকতা আছে । কিন্তু বৃক্ষপত্রের বিস্তার হবে আর ফল হবেনা, তাহলে কি তোমার পছন্দ হবে ? কি হওয়া উচিত্, ফুলও হবে, ফলও হবে নাকি শুধু পাতা হবে ? পাতা বৃক্ষের শৃঙ্গার এবং ফল হলো সদাকালের জন্য জীবনের সোর্স। এইজন্য সব আত্মাকে প্রত্যক্ষফল স্বরূপ বানাও অর্থাত্ তাদেরকে গুণের, শক্তির অনুভাবীমূর্ত বানাতে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও । বৃদ্ধি ভালো কিন্তু সদা বিঘ্ন-বিনাশক, শক্তিশালী আত্মা হওয়ার বিধি শেখানোর জন্য বিশেষ অ্যাটেনশন দাও । নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সফলতা স্বরূপ হওয়ার গতিপথ দেখানোয় অ্যাটেনশন দাও । তারা তাদের সামর্থ অনুযায়ী স্নেহী এবং সহযোগী হবে, কিন্তু যাতে শক্তিশালী আত্মা হয়ে নিজেদের বিঘ্ন এবং পুরানো সংস্কারের মোকাবিলা করে মহাবীর হতে পারে সেইদিকে তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন বাড়াতে হবে । যারা স্বরাজ্য অধিকারী সেই তারাই বিশ্বরাজ্য অধিকারী, এমন উত্তরাধিকারী-কোয়ালিটির কোয়ান্টিটি এখন বাড়াও । অনেকে সেবাধারী হয়েছে, কিন্তু সর্বশক্তি এবং বিশেষত্বে ভরপুর আত্মাদের বিশ্ব-স্টেজে নিয়ে এসো ।

এই বছর - বিশেষতঃ অনুভাবীমূর্ত হয়ে এবং অনুভাবীর আকর (খনি) হয়ে সকল আত্মাকে অনুভাবীমূর্ত হওয়ার মহাদান দাও যাতে তারা তাদের অনুভবের আধারে অঙ্গদ সমান হয়ে যায় ।

শুধু চলছে, শুধু করছে, শুনছে, শোনাচ্ছে, না ! এইরকম নয় বরং এইসবের পরিবর্তে, অনুভবের ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছে - এইরকম গান গাইতে গাইতে যেন খুশির দোলায় দুলতে থাকে ।

এই বছরে - সেবার উদ্যমের সাথে সাথে উড়ন্ত কলার উদ্যমও বাড়াতে হবে । সেবার উদ্যমের সাথে সাথে এমন উত্সব পালন করো যে, তোমার পরম উদ্যম অবদমিত না হয় । তোমরা বুঝেছ ? সদা উড়তি কলার উত্সাহে থেকে সবার উত্সাহ বাড়াও ।
এই বছরে - তোমাদের সবাইকে এই লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভিন্ন বর্গের আত্মাদের সেবা করে, প্রত্যেককে বাবার বানিয়ে, বিভিন্ন বর্গের আত্মাদের পুষ্পস্তবকরূপে প্রস্তুত করে বাবার সামনে আনতে হবে । যাই হোক, তাদের সবাইকে রুহানী গোলাপ হতে হবে । বৃক্ষ ভ্যারাইটি হতে পারে যাতে ভি .আই .পি-রা, আলাদা আলাদা অক্যুপেশনে (পেশায়) যুক্ত আত্মারা, সাধারণ মানুষ এবং গ্রামবাসীও থাকতে পারে । যতই হোক, অনুভবের আকর দ্বারা সবাইকে অনুভাবী মূর্ত এবং প্রাপ্তিস্বরূপ বানিয়ে বাবার কাছে আনো, একেই বলা হয়ে থাকে রুহানী গোলাপ । পুষ্পস্তবক বানাও কিন্তু তাতে কোনোরকম আমিত্বকে প্রশ্রয় দিওনা । আমার ফুলের তোড়াই সবচেয়ে ভালো - এইভাবে মনে করলে তারা রুহানী গোলাপ হতে অসমর্থ হবে । যদি তোমাদের 'আমিত্ব' ভাব থাকে, তবে ফুলের তোড়া তার তাজা ভাব হারিয়ে ফেলবে । অতএব, তাদের বাবার বাচ্চা ভেবে, ভুলে যাও, তারা তোমার । যদি তোমরা তাদেরকে তোমাদের বানাও, তবে তোমরা সেই আত্মাদের বেহদের অধিকার থেকে দূরে করে দেবে । এটা কোনো ব্যাপার নয়, আত্মা কত মহান ! যত মহানই হোক তাদের সর্বজ্ঞ বলা যাবেনা । সাগর বলা যাবেনা, সুতরাং কোনও আত্মাদের বেহদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত কোরোনা । নয়তো, সেই আত্মারা পরে অভিযোগ করবে কেন তারা তাদেরকে 'আমার' পুষ্পস্তবক বানিয়ে বেহদের উত্তরাধিকার লাভ করা থেকে বঞ্চিত করেছে ! সেই সময় তাদের মর্মান্তিক বিলাপ তোমরা সহন করতে পারবেনা । সেই বিলাপ হবে হৃদয়বিদারক, তাই এই বিশেষ বিষয়টা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বোঝো । বিশেষ সেবা করতে পারো । তোমাদের তনের শক্তি, মনের শক্তি,ধনের শক্তি, সহযোগ দেওয়ার শক্তি, যা শক্তি তোমাদের আছে, এমনকি সময়েরও শক্তি - এই সব শক্তিকে সমর্থ-কার্যে প্রয়োগ করো । ভবিষ্যত্ সম্বন্ধে ভেবোনা । যত প্রয়োগ করেছ ততো তোমার জমা হয়েছে । তোমরা বুঝেছ তো তোমাদের কি করতে হবে ! সর্বশক্তি লাগিয়ে দাও । সদা নিজেকে উড়তি কলায় ওড়াও আর অন্যকেও উড়তি কলায় নিয়ে যাও । তোমরা উত্সাহের স্লোগানও পেয়েছ, তাই না !

এই বছরে, ডবল উত্সব উদযাপন করো এবং তোমরা সবাই রুহানী গোলাপের স্তবক তৈরি করো । আজ যারা এখানে এসেছে তারাও ভ্যারাইটি ফুলের তোড়া । চারিদিকের আত্মারা এসেছে । দেশ-বিদেশের ভ্যারাইটি ফুলের স্তবক তৈরি হয়েছে, তাই না ! ডাবল বিদেশীরা লাস্ট ডুবে প্রাপ্তির অংশ তুলে নিয়েছে । বাপদাদাও এখানে আসার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা সবাই অভিনন্দিত হয়েছ, তাহলে তো মিলনও হয়েছে, তাই না ! সবাই তোমরা মিলিত হয়েছ ! সংবর্ধনা পেয়েছ, তবে আর বাকি কি রইলো ? টোলি ! তাহলে তোমরা সবাই লাইন করে এসে তোমাদের টোলি নাও । এইরকম সময়ও আসবে । এখনও এত বড় হল বানাচ্ছ, তখন কি অবস্থা হবে ? সদা একই পদ্ধতি অবিরাম চলতে পারেনা । এই বারে, বাবা বিশেষভাবে ভারতবাসী বাচ্চাদের দুঃখের প্রতিকার করেছেন । প্রত্যেক সিজনের নিজের রীতিনীতি থাকে । পরের বছরে কি হবে শুধু দেখ ! এখনই যদি বাবা তোমাদের বলে দেন, তবে মজা হবেনা ! তোমরা সবাই তো ফুলের স্তবক সহ আসবে, তাই না ! কোয়ালিটিতে ভরে এনো, কারণ কোয়ান্টিটির সাথে কোয়ালিটির ভিত্তিতে তোমাদের নম্বর দেওয়া হবে

। এমনকি রাজনৈতিক নেতারাও এইরকম ভিড়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকে ! কোয়ান্টিটি হোক, কিন্তু কোয়ালিটির সাথে । এইরকমই ফুলের তোড়া নিয়ে এসো । শুধু পাতার স্তবক যেন এনোনা ! আচ্ছা ।

এইরকম সদা অন্তিম বাহনের সাথে এভার রেডি, সকল আত্মাদের অনুভাবী মূর্ত বানানোর মহাদানী, সদা বরদাতা, ভাগ্যবিধাতা, বেহদের বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার অন্যদের প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত আত্মারা, সেবাধারী বানিয়ে তাদের শক্তিশালীও বানায়, বৃদ্ধির সাথে সাথে যথার্থ বিধি প্রয়োগ দ্বারা মহত্ কার্যের সাফল্য লাভ ক'রে এইভাবে বাবা সমান সেবা করে, সেবা থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে বাবার সাথে চলার স্নেহী, এইরকম নিকটবর্তী হওয়া এবং সমান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-
এক হলো, আত্মাদের বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার বরসার অধিকারী বানানোর নিমিত্ত আত্মা আর দ্বিতীয় হলো, যজ্ঞ সেবাধারী । এই সময় তোমরা যজ্ঞ সেবার পার্ট প্লে করছ । তোমরা খুব ভালো জানো যে, যজ্ঞ সেবার গুরুত্ব কত মহান ! যজ্ঞের এক এক কণার কত মহত্ব ! এক এক কণা মূল্যবান মোহরের সমান । যদি কেউ এক কণাও সেবা করে তবে মোহর সমান উপার্জন জমা হয়ে যাবে । সুতরাং, তুমি সেবা করনি কিন্তু উপার্জন জমা করেছ । প্রথমতঃ, তোমরা অর্থাত্ সেবাধারীরা বর্তমানে বরদান ভূমি, মধুবনে থাকার সুযোগ পেয়েছ এবং দ্বিতীয়তঃ, সদা শ্রেষ্ঠ বাতাবরণে থাকার ভাগ্য এবং তৃতীয়তঃ, উপার্জন জমা করার ভাগ্য লাভ করেছ । তোমরা অর্থাত্ সেবাধারীদের নিজে থেকেই কত রকমের প্রাপ্তি হয়ে যায় । নিজেদের এমন ভাগ্যবান সেবাধারী আত্মা মনে করে সেবা করো ? তোমাদের এমনই রুহানী নেশা স্মৃতিতে থাকে নাকি সেবা করতে করতে ভুলে যাও ? সেবাধারী নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দ্বারা অন্যদের মধ্যে উত্সাহ- উদ্দীপনা তৈরি করে দেওয়ার নিমিত্ত হতে পারে । সব সেবাধারী যত সময় ধরে যে সেবাতেই থাকুক, নির্বিঘ্নে থাকবে, এমনকি মন্সা সেবাতেও ! কখনও কোনও প্রকার বিঘ্ন বা পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা না আসলে তাকে বলা হবে, সেবায় সফলতামূর্ত । সংস্কার এবং পরিস্থিতি যতই উপর-নীচ হোক, যে সদা বাবার সাথে থাকে, সদা ফলো ফাদার এবং সী (see) ফাদার করে, তারা সদা বিঘ্নমুক্ত থাকবে । আর যদি তোমরা অন্য আত্মাদের দেখ বা অন্য আত্মাদের ফলো করো তাহলে মনের অস্থিরতা তৈরি হবে । সুতরাং, সেবাধারীদের জন্য সেবায় সফলতা পাওয়ার আধার হলো - সী (see) ফাদার অর্থাত্ বাবাকে দেখ । তোমরা তাহলে সবাই প্রকৃত হৃদয় দিয়ে সেবা করেছ, তাই না ! সেবা করাকালীন স্মরণের চার্ট কেমন ছিলো ! আচ্ছা, তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়েছ । রেজাল্ট ভালো । তোমরা খুব ভাগ্যবান আত্মা যারা যজ্ঞ সেবার চান্স পেয়েছ । সুতরাং, করণীয় কর্ম এমনভাবে করে যাও, যাতে তোমার স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়ে যায় এবং কখনও আবশ্যকতা হলে তোমাকেই ডাকা যায় ! অক্লান্তভাবে যারা সেবা করে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত্, দুইয়েরই ফল জমা হয়ে যায় । তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে তোমাদের পার্ট প্লে করেছ । আচ্ছা ।

বরদানঃ- সদা বিজয়ের স্মৃতিতে আনন্দে থেকে সবাইকে খুশি দিয়ে আকর্ষণমূর্ত ভব

"প্রতি কল্পের আমি বিজয়ী আত্মা" , বিজয় তিলক ললাটে সদা জ্বলজ্বল করলে তবে এই বিজয় তিলক অন্যকেও খুশি দেবে কারণ, বিজয়ী আত্মার চেহারা সদা উজ্জ্বল এবং পুলকিত থাকে । পুলকিত

চেহারা দেখে খুশির পেছনে সবাই নিজে থেকেই আকৃষ্ট হয় । যখন অন্তিমে কারও কাছে শোনার সময় থাকবেনা তখন তোমার আকর্ষণের প্রতিমূর্তি চেহারাই অনেক আত্মাদের সেবা করবে ।

স্লোগানঃ- অব্যক্ত স্থিতির লাইট চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়াই লাইটহাউজ হওয়া ।